জাখারিয়া

১দারিউসের দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম মাসে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার
কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

২ ‘প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের উপর একসময় যথেষ্ট কুপিত ছিলেন। ৩ তাই তুমি এই
লোকদের বল : আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে
ফিরে আসব—সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। ৪ হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত,
যাদের কাছে আগের নবীরা বলত : সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের যত কুপথ,
তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো। কিন্তু তারা কান দিত না, আমার কথায় মনোযোগ দিত না
—প্রভুর উক্তি। ৫ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এখন কোথায়? এবং নবীরা, তারা কি চিরজীবী? ৬ অথচ
আমি আমার আপন দাস সেই নবীদের কাছে যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছিলাম, আমার সেই সকল বাণী ও
বিধিগুলো কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায়নি? তারা মন ফিরিয়ে বলল : সেনাবাহিনীর প্রভু
আমাদের পথ ও কর্ম অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন ব্যবহার করবেন বলে ধমক দিয়েছিলেন,
আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছেন।’

প্রথম দর্শন—অশ্বারোহীরা

৭ দারিউসের দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শেবাট মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী
ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : ৮ আমি
রাত্রিবেলায় এক দর্শন পাই, আর দেখ, রক্তলাল এক ঘোড়ার পিঠে এক পুরুষ, তিনি গভীরতম এক
উপত্যকার গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ; তাঁর পিছনে আছে রক্তলাল, পাঁশুটে-সবুজ ও
সাদা আরও আরও ঘোড়া। ৯ আমি বললাম, ‘প্রভু আমার, এগুলি কী?’ আমার সঙ্গে যে স্বর্গদূত
কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, ‘এগুলি যে কি, তা আমি তোমাকে জানাব।’ ১০
তখন যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, ‘এগুলিকেই প্রভু পৃথিবী
জুড়ে ঘুরতে পাঠিয়েছেন।’ ১১ আর তখন, গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই
প্রভুর দূতকে উদ্দেশ করে তারা বলল, ‘আমরা পৃথিবী থেকে ঘুরে এসেছি : আর দেখ, সমগ্র পৃথিবী
শান্ত নিশ্চল।’

১২ তখন প্রভুর দূত বললেন, ‘হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যাদের উপরে তুমি কুপিত, সেই
যেরুসালেমের প্রতি ও যুদার শহরগুলির প্রতি আর কতকাল তোমার স্নেহ দেখাতে অপেক্ষা করবে?
এর মধ্যে সত্তর বছর কেটে গেল!’ ১৩ আর যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ
করে প্রভু নানা মঙ্গলবাণী ও নানা সান্ত্বনাদায়ী বাণী উচ্চারণ করলেন।

১৪ যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি পরে আমাকে বললেন :
‘তুমি একথা ঘোষণা কর :
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
যেরুসালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে
আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি ;

১৫ কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি;
আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম,
কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল।
১৬ এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
আমি আবার স্নেহভরে যেরুসালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,
সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
এবং যেরুসালেমের উপর মাপার সুতো আবার টানা হবে।
১৭ তুমি একথাও ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমার শহরগুলি আবার মঙ্গলদানে পরিপ্লুত হবে,
প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন,
এবং যেরুসালেমকে আবার বেছে নেবেন।'

দ্বিতীয় দর্শন—চারটে শিঙ ও চারজন কর্মকার

২পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, চারটে শিঙ। ২ যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা
বলছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এগুলি কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এ সেই শিঙগুলো,
যেগুলো যুদা, ইস্রায়েল ও যেরুসালেমকে বিক্ষিপ্ত করেছে।'
৩ পরে প্রভু আমাকে চারজন কর্মকার দেখালেন। ৪ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কী করতে
আসছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই শিঙগুলো যুদাকে এমন বিক্ষিপ্ত করেছে যে, কেউই মাথা
তুলতে সাহস করে না; তাই যে জাতিগুলি যুদা দেশ বিক্ষিপ্ত করার জন্য শিঙ উঠিয়েছে, তাদের
সন্ত্রাসিত করতে ও সেই শিঙগুলোকে নিপাত করতেই এরা আসছে।'

তৃতীয় দর্শন—মাপার সুতো

৫ আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, মাপার সুতো হাতে এক পুরুষ। ৬ আমি জিজ্ঞাসা
করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'যেরুসালেম মাপতে যাচ্ছি, তার
প্রস্থ ও তার দৈর্ঘ্য কত, তা দেখতে যাচ্ছি।'
৭ যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে আর এক স্বর্গদূতের দেখা পেলেন
৮ যিনি তাঁকে বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে সেই যুবককে বল: যেরুসালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক
প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে। ৯ আর "আমি-সেখানে-আছি" যে আমি, আমি
নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।'

নির্বাসিতদের কাছে আহ্বান

১০ শীঘ্র, শীঘ্র! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে যাও তোমরা
—প্রভুর উক্তি—
যাদের আমি আকাশের চারবায়ুতে বিক্ষিপ্ত করেছি
—প্রভুর উক্তি।
১১ শীঘ্রই ওঠ, হে সিয়োন, তুমি যে বাবিলন-কন্যার সঙ্গে বাস কর,
নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে যাও।
১২ কারণ যিনি স্বয়ং গৌরব,

তিনিই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন,
আর যে সকল জাতি তোমার সবকিছু লুটপাট করেছে,
তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
যে কেউ তোমাকে স্পর্শ করে,
সে আমার চোখের মণি স্পর্শ করে !
১৩ এখন দেখ, আমি তাদের উপরে হাত বাড়াব,
আর তারা তাদের নিজেদের দাসদের লুটের বস্তু হবে।
তাতে তোমরা জানবে যে,
সেনাবাহিনীর প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন।

১৪ সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি ;
—প্রভুর উক্তি।
১৫ সেদিন অনেক দেশ প্রভুতে যোগ দেবে ;
তারা আমার আপন জনগণ হবে
আর আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে।
তখন তুমি জানবে যে,
সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।
১৬ প্রভু পবিত্র ভূমিতে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে যুদাকে নিজের জন্য রাখবেন,
এবং পুনরায় যেরুসালেম বেছে নেবেন।
১৭ প্রভুর সম্মুখে মানবকুল নীরব থাকুক !
কারণ তিনি তাঁর আপন পবিত্র আবাস থেকে জেগে উঠেছেন।

চতুর্থ দর্শন—মহাযাজক যোশুয়া

৩পরে তিনি আমাকে যোশুয়া মহাযাজককে দেখালেন ; ইনি প্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন,
আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য শয়তান তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ২ প্রভুর দূত
শয়তানকে বললেন, 'শয়তান, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন ! যিনি যেরুসালেমকে নিজের জন্য বেছে
নিয়েছেন, সেই প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন ! এ কি আগুন থেকে তুলে নেওয়া অর্ধেক পোড়া কাঠ
নয় ?'

৩ বাস্তবিকই যোশুয়া নোংরা কাপড় পরে স্বর্গদূতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; ৪ আর সেই স্বর্গদূত,
তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'তাঁর গা থেকে ওই সব নোংরা কাপড় খুলে ফেল।'
পরে তিনি যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি তোমার অপরাধ দূর করে দিয়েছি ; এখন তোমাকে শুভ্র
বসন পরানো হবে।' ৫ তিনি বলে চললেন, 'তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দাও।' তখন তাঁর মাথায়
শুদ্ধ শিরোভূষণ দেওয়া হল, এবং তাঁকে শুভ্র বসন পরানো হল ; এতক্ষণে প্রভুর দূত পাশে দাঁড়িয়ে
ছিলেন। ৬ পরে প্রভুর দূত যোশুয়াকে বললেন : ৭ 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন : তুমি যদি
আমার সমস্ত পথে চল, ও আমার আদেশবাণী পালন কর, তবে তোমার উপরেই থাকবে আমার
গৃহের ভার, তুমিই আমার প্রাঙ্গণের উপরে লক্ষ রাখবে, আর যারা এখানে সেবাকর্মে রত, আমি
তোমাকে তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেব।'

‘পল্লব’ মসীহের আগমন-সংবাদ

৮ ‘সুতরাং, হে যোশুয়া মহাযাজক, তুমি ও তোমার সেই সকল সঙ্গী যাদের উপরে তোমার
প্রাধান্য আছে—কারণ তারা ভাবী বিষয়ের পূর্বলক্ষণ—তোমরা সকলে শোন: দেখ, আমি আমার
দাস পল্লবকে আনব। ৯ দেখ এই পাথর, যা আমি যোশুয়ার সামনে রাখছি; এই এক পাথরের
উপরে সাত চোখ আছে; দেখ, আমি নিজেই তার লেখাটা খোদাই করে লিখব—সেনাবাহিনীর
প্রভুর উক্তি—আমি এক দিনেই এই দেশের অপরাধ দূর করে দেব। ১০ সেইদিন—সেনাবাহিনীর
প্রভুর উক্তি—তোমরা প্রত্যেকে একে অপরকে নিজ নিজ আঙুরলতা ও নিজ নিজ ডুমুরগাছের
তলায় আমন্ত্রণ জানাবে।’

পঞ্চম দর্শন—দীপাধার ও দু’টো জলপাইগাছ

৪যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আবার এসে আমাকে জাগালেন, ঠিক যেভাবে ঘুম
থেকে একজনকে জাগানো হয়। ২ তিনি আমাকে বললেন, ‘কী দেখতে পাচ্ছ?’ আমি উত্তরে
বললাম, ‘আমি আসলে একটা দীপাধার দেখতে পাচ্ছি, তা সমস্তই সোনার; তার মাথার উপরে
একটা পাত্র যার উপরে সাতটা প্রদীপ বসানো, আর প্রত্যেকটা প্রদীপের জন্য ওখানে তার সাতটা
ক্ষুদ্র নলও রয়েছে; ৩ তার পাশে আছে দু’টো জলপাইগাছ, একটা তেলাধারের ডানে ও একটা তার
বামে।’

৪ তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘প্রভু আমার,
এসব কিছু কী?’ ৫ উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, ‘তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?’ আমি
বললাম, ‘না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।’ ৬ তখন তিনি এই বলে আমাকে উত্তর দিলেন,
‘জেরুব্বাবেলের প্রতি প্রভুর বাণী এ: পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারাই
—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু! ৭ হে মহাপর্বত, তুমি কে? জেরুব্বাবেলের সামনে তুমি
সমভূমিই হবে! জয় জয় হর্ষধ্বনির মধ্যেই সে প্রধান প্রস্তরটা বের করে আনবে।’ ৮ পরে প্রভুর বাণী
আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৯ ‘জেরুব্বাবেলের হাত এই গৃহের ভিত স্থাপন করেছে:
আবার তারই হাত তা সম্পন্ন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে
তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। ১০ এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রপাতের দিন কে অবজ্ঞা করতে সাহস
করবে? জেরুব্বাবেলের হাতে সেই প্রধান প্রস্তর দে’খে, আহা, সকলের কেমন আনন্দ হবে! ওই
সাত প্রদীপ হল প্রভুর চোখ, যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে।’ ১১ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলাম, ‘দীপাধারের ডানে ও বামে দু’দিকের ওই দু’টো জলপাইগাছের অর্থ কী?’ ১২ আমি আরও
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এবং সোনার যে দুই ক্ষুদ্র নল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে, তার পাশে এই যে
দু’টো জলপাই শাখা আছে, এর অর্থ কি?’ ১৩ উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, ‘তবে তুমি কি এর
অর্থ বুঝতে পার না?’ আমি বললাম, ‘না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।’ ১৪ তিনি আমাকে
বললেন, ‘এঁরা সেই দুই তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, যাঁরা বিশ্বপতির পরিচর্যায় নিযুক্ত।’

ষষ্ঠ দর্শন—গোটানো পত্র

৫পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, উড়ন্ত একখানি গোটানো পত্র। ২ স্বর্গদূত আমাকে
বললেন, ‘কী দেখতে পাচ্ছ?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘আমি উড়ন্ত একখানি গোটানো পত্র দেখতে
পাচ্ছি: তা কুড়ি হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া।’ ৩ তিনি বলে চললেন, ‘এ সেই অভিশাপ, যা সারা
দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে: সেই পত্রের এক পিঠ অনুসারে, যে কেউ চুরি করে, সে উচ্ছিন্ন হবে;
আর পত্রের অপর পিঠ অনুসারে, যে কেউ মিথ্যাশপথ করে, সে উচ্ছিন্ন হবে। ৪ আমি সেই অভিশাপ

ঝেড়ে দেব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—যেন তা চোরের বাড়িতে ও আমার নামে যে মিথ্যাশপথ
করে, তার বাড়িতে ঢোকে; তা সেই বাড়িতে থেকে কড়িকাঠ ও পাথরসুদ্ধ বাড়িটা বিনাশ করবে।'

সপ্তম দর্শন—এফাপাত্র

৫ যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, পরে তিনি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'চোখ তুলে
দেখ, ওই কী দেখা দিচ্ছে?' ৬ আর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওটা
হল একটা এফাপাত্র যা এগিয়ে আসছে।' তিনি বলে চললেন, 'এটা হল সারা দেশব্যাপী তাদের
শঠতা।'

৭ আর তখনই সীসার একটা ঢাকনা উচ্চ করা হল, আর দেখ, সেই এফাপাত্রের মধ্যে একটা
স্ত্রীলোক বসে আছে। ৮ তিনি বললেন, 'এটা হল দুষ্কর্ম!' পরে তিনি স্ত্রীলোকটাকে এফাপাত্রের মধ্যে
আবার ফেলে দিয়ে পাত্রের মুখে সীসার ঢাকনা দিলেন।

৯ আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, দু'জন স্ত্রীলোক এগিয়ে আসছে: তাদের পাখায়
বাতাস ছিল; তাদের সেই পাখা ছিল হাড়গিলের পাখার মত, আর তারা এফাপাত্রকে পৃথিবী ও
আকাশের মাঝপথে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ১০ তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা এফাপাত্রটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' ১১ উত্তরে তিনি আমাকে বললেন,
'ওরা শিনার দেশে যাচ্ছে, সেখানে তার জন্য এক গৃহ গেঁথে তুলবে। তা প্রস্তুত হলেই পাত্রটা তার
নিজের স্তম্ভমূলের উপরে বসানো হবে।'

অষ্টম দর্শন—রথগুলো

৬আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, দু'টো পর্বতের মধ্য থেকে চারটে রথ বের হচ্ছে;
পর্বত দু'টো ব্রঞ্জের পর্বত। ২ প্রথম রথে রক্তলাল ঘোড়াগুলো, দ্বিতীয় রথে কালো ঘোড়াগুলো, ৩
তৃতীয় রথে সাদা ঘোড়াগুলো ও চতুর্থ রথে রক্তলাল বিন্দুচিত্রিত বলবান ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। ৪ যে
স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রভু আমার, এগুলোর অর্থ
কী?' ৫ স্বর্গদূত উত্তরে আমাকে বললেন, 'এগুলো স্বর্গের চারবায়ু, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে
দাঁড়িয়ে থাকবার পর বের হয়ে আসছে। ৬ কালো ঘোড়াগুলো উত্তর দেশের দিকে যাবে, ও তাদের
পিছু পিছু সাদাগুলো চলবে, এবং রক্তলাল বিন্দুচিত্রিত ঘোড়াগুলো দক্ষিণ দেশের দিকে যাবে।' ৭
বলবান ঘোড়াগুলো বেরিয়ে গেল, সারা পৃথিবী জুড়ে ঘোরাফেরা করার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল। তিনি
তাদের বললেন, 'যাও, পৃথিবীতে ঘোরাফেরা কর।' আর সেগুলো পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করার জন্য
চলে গেল; ৮ পরে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'দেখ, যে ঘোড়াগুলো উত্তর দেশে যাচ্ছে, সেগুলো
সেই দেশে আমার আত্মাকে বিশ্রাম করিয়েছে।'

মুকুটভূষিত যোশুয়া

৯ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১০ 'তুমি নির্বাসিতদের কাছ থেকে, অর্থাৎ
হেল্‌দাই, তোবিয়াস ও যেদাইয়ার কাছ থেকে সোনা-রুপো সংগ্রহ করে সেই একই দিনে জেফানিয়ার
সন্তান যোসিয়ার বাড়িতে যাও; সে বাবিলন থেকে ফিরে এসেছে। ১১ পরে সেই সোনা-রুপো নিয়ে
একটা মুকুট তৈরি কর, এবং যেহোসাদাকের সন্তান যোশুয়া মহাযাজকের মাথায় তা পরিয়ে দাও।
১২ তাকে বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: এই যে সেই পুরুষ যাঁর নাম পল্লব, তাঁর
পদক্ষেপে সবকিছু পল্লবিত হবে; তিনি প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করবেন। ১৩ হ্যাঁ, তিনিই প্রভুর
মন্দির পুনর্নির্মাণ করবেন, তিনিই প্রভায় পরিবৃত হবেন, নিজ সিংহাসনে আসীন হয়ে কর্তৃত্ব
করবেন। এক সিংহাসনে এক যাজক থাকবে; আর এই দুইয়ের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। ১৪ আর

এই মুকুট, তা হেল্‌দাই, তোবিয়াস, যেদাইয়া, ও জেফানিয়ার সন্তান যোসিয়ার পক্ষে প্রভুর মন্দিরে
স্মৃতিচিহ্নরূপে থাকবে। ১৫ দূর থেকেও লোকেরা এসে প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণকাজে সহযোগিতা
দেবে; এতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন।
তোমরা যদি সযত্নে প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।'

উপবাস সম্বন্ধে

৭দারিউস রাজার চতুর্থ বর্ষে, কিস্‌লেভ নামে নবম মাসের চতুর্থ দিনে, প্রভুর বাণী জাখারিয়ার
কাছে এসে উপস্থিত হল। ২ সেসময়ে রাজার প্রধান কঞ্চুকী বেথেল-সারেজের ও তার লোকেরা
প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত করতে লোক পাঠাল, ৩ এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের যাজকদের এবং
নবীদের কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল যে, 'আমি এত বছর ধরে যেভাবে করে আসছি,
সেইমত পঞ্চম মাসে কি শোক ও উপবাস পালন করে চলব?'

অতীতকালের শিক্ষা

৪ তখন সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৫ 'তুমি দেশের সকল
লোককে ও যাজকদের একথা বল: তোমরা এই সত্তর বছর ধরে পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যখন উপবাস
ও বিলাপ করছিলে, তখন তা কি আমার, আমারই খাতিরে করছিলে? ৬ যখন খাওয়া-দাওয়া
করছিলে, তখন তা কি নিজেদেরই খাতিরে করছিলে না? ৭ এ কি সেই বাণী নয়, যা প্রভু আগেকার
নবীদের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যখন যেরুসালেম ও তার চারদিকের শহরগুলো শান্তি ও
সমৃদ্ধি ভোগ করছিল এবং নেগেব ও সমতলভূমিতে জনবসতি ছিল?'
৮ প্রভুর বাণী আবার জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৯ 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা
বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা
দেখাও; ১০ বিধবা, এতিম, প্রবাসী ও দুঃখীকে অত্যাচার করো না। একে অপরের বিরুদ্ধে মনে মনে
দুরভিসন্ধি করো না। ১১ কিন্তু তারা মনোযোগ দিতে রাজি হল না, আমার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে দিল,
এবং যেন শুনতে না পায়, সেজন্য নিজেদের কান রুদ্ধ করল। ১২ হ্যাঁ, তারা নিজেদের হৃদয় হীরার
মত কঠিন করল, যেন নির্দেশবাণী শুনতে না পায়, এবং সেই সকল বাণীও শুনতে না পায়, যা
সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর আত্মা দ্বারা আগেকার নবীদের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করছিলেন; এতে
সেনাবাহিনীর প্রভু মহা আক্রোশে জ্বলে উঠলেন। ১৩ তাই যেমন তিনি ডাকলে তারা সাড়া দিল না,
তেমনি তারা ডাকলে আমি কান দেব না—সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন। ১৪ আমি ঘূর্ণিবায়ু
দ্বারা সেই সকল জাতির মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করলাম যাদের তারা জানত না, এবং দেশ তাদের
পরে এমন উৎসন্ন হয়ে পড়ল যে, তা দিয়ে কেউ আর যাতায়াত করতে পারেনি। হ্যাঁ, তারা
মনোরম দেশকে উৎসন্ন করল।'

ভাবী পরিত্রাণ

৮ সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হল।

২ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনের জন্য উত্তপ্ত প্রেমের মহাজ্বালায় জ্বলছি,
তার জন্য আমি উত্তপ্ত অন্তর্জ্বালায়ই জ্বলছি!

৩ প্রভু একথা বলছেন:
আমি সিয়োনে ফিরে আসব,

ও যেরুসালেমের অন্তঃস্থলে বাস করব ;
যেরুসালেম "বিশ্বস্ততার নগরী" ব'লে,
ও সেনাবাহিনীর প্রভুর পর্বত "পবিত্র পর্বত" ব'লে অভিহিত হবে।

৪ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আবার যেরুসালেমের খোলা জায়গায় আসন পাবে,
তাদের বৃদ্ধ বয়সের কারণে প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকবে।
৫ নগরীর খোলা জায়গা বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হবে,
তারা সেইখানে আমোদপ্রমোদ করবে।

৬ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
এই জনগণের অবশিষ্টাংশের চোখের কাছে
তা যদি সেইদিনে অসম্ভব মনে হয়,
তবে কি আমার চোখেও তা অসম্ভব মনে হবে?
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

৭ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে
আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব :
৮ আমি তাদের ফিরিয়ে আনব
আর তারা যেরুসালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে ;
তারা হবে আমার আপন জনগণ,
আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

৯ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের হাত সবল হোক! কেননা এই দিনগুলিতে
নবীদের মুখ দিয়ে একথা শোনা যাচ্ছে: আজ সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের ভিত স্থাপন করা হচ্ছে,
হ্যাঁ, মন্দির পুনর্নির্মিত হবে! ১০ কিন্তু এই দিনগুলির আগে মানুষের জন্য মজুরি ছিল না, পশুর
জন্যও ভাড়া ছিল না; বিরোধীদের কারণে কেউই নিরাপদে ভিতরে আসতে বা বাইরে যেতে পারত
না; আমি নিজেই মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে রেখেছিলাম। ১১ কিন্তু এখন থেকে আমি এই
জনগণের অবশিষ্টাংশের প্রতি আবার আগেকার দিনগুলির মত ব্যবহার করব—সেনাবাহিনীর
প্রভুর উক্তি। ১২ কারণ এই বীজ শান্তিরই বীজ! আঙুরলতা ফলবতী হবে, ভূমি তার আপন ফসল
দান করবে, আকাশ শিশির প্রদান করবে: এই জনগণের অবশিষ্টাংশকে আমি এই সবকিছুর
অধিকারী করব। ১৩ হে যুদাকুল ও ইস্রায়েলকুল, জাতিসকলের মধ্যে তোমরা যেমন ছিলে অভিশাপ,
তেমনি আমি তোমাদের ত্রাণ করব, তাতে তোমরা হবে আশীর্বাদ! তাই তোমরা ভয় করো না:
তোমাদের হাত সবল হোক!'

উপবাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

১৪ কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কোপ প্রজ্বলিত
করায় আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল ঘটাতে স্থির করেছি আর রেহাই দিইনি—একথা বলছেন
সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু—১৫ তেমনি এখন আমি মন ফিরিয়েছি আর যেরুসালেম ও যুদাকুলের মঙ্গল
সাধন করব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি; তোমরা ভয় করো না। ১৬ তোমাদের যা করতে হবে, তা এ:
তোমরা প্রত্যেকে একে অপরের মধ্যে সততার সঙ্গে কথা বলবে, তোমাদের নগরদ্বারে শান্তিজনক
ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে। ১৭ একে অপরের বিরুদ্ধে মনে মনে দুরভিসন্ধি করবে না, মিথ্যা শপথ

ভালবাসবে না, যেহেতু এই সমস্ত কিছু আমি ঘৃণা করি।’ প্রভুর উক্তি।
১৮ সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৯ ‘সেনাবাহিনীর প্রভু
একথা বলছেন: চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম মাসের যে উপবাস, তা যুদাকুলের জন্য আনন্দ,
পুলক ও ফুর্তির উৎসব হয়ে উঠবে; তাই তোমরা সত্য ও শান্তি ভালবাস।’
২০ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ‘ভাবীকালে বহুজাতি ও বহু শহরের অধিবাসীরা এখানে
আসবে; ২১ এবং এক শহরের অধিবাসীরা অন্য শহরে গিয়ে বলবে: চল, আমরা প্রভুর প্রসন্নতা
প্রার্থনা করতে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে যাই; আমি নিজেই যাব! ২২ এইভাবে
বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা
করতে যেরুসালেমে আসবে।’
২৩ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ‘সেই দিনগুলিতে সর্বজাতির সর্বভাষার দশ দশ পুরুষ এক
এক ইহুদী পুরুষের পোশাকের অঞ্চল ধরে একথা বলবে: আমরা তোমার সঙ্গে যাব, কারণ আমরা
বুঝতে পেরেছি যে, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।’

নতুন এক প্রতিশ্রুত দেশ

৯ দৈববাণী।

প্রভুর বাণী হাদ্রাকের বিরুদ্ধে;
তা দামাস্কাসের উপরে অধিষ্ঠিত,
কারণ আরামের মণি প্রভুরই, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীও তাঁরই;
২ তার পার্শ্ববর্তী হামাৎ
ও তত বুদ্ধিমতী সেই সিদোনও তাঁরই।
৩ তুরস নিজের জন্য একটা দৃঢ়দুর্গ গাঁথছে,
সেখানে ধূলিকণার মত রুপো
ও পথের কাদামাটির মত সোনা জমিয়ে রেখেছে।
৪ দেখ, প্রভু সেই সবকিছু থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করতে যাচ্ছেন,
সমুদ্রে তার শক্তিতে আঘাত হানবেন,
আর সে আগুনে কবলিত হবে।
৫ তা দেখে আস্কালোন ভীত হবে,
গাজাও তা দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে,
এক্রোনও সেইমত হবে, কারণ তার আশা মিলিয়ে যাবে;
গাজার রাজা নিশ্চিহ্ন হবে,
এবং আস্কালোন জনহীন হয়ে পড়বে।
৬ আস্‌দোদ হবে জারজ বংশের বসতি,
এভাবে আমি ফিলিস্তীনিদের দর্প খর্ব করব।
৭ আমি তার মুখ থেকে তার পানীয় রক্ত,
ও দাঁতের মধ্য থেকে তার যত ঘৃণ্য বস্তু ছিনিয়ে নেব;
কিন্তু তার অবশিষ্ট অংশও আমাদের পরমেশ্বরেরই হবে,
যুদার মধ্যে সে গোত্র হয়ে উঠবে,
এবং এক্রোন হবে যেবুসীয়দের সদৃশ।
৮ আমি নিজে আমার বাড়ির প্রহরীরূপে দাঁড়াব

যাতায়াত করে যারা, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ;
কোন অত্যাচারী তার মধ্যে আর পা বাড়াবে না,
কারণ আমি নিজের চোখেই লক্ষ রাখছি।

পরিত্রাতার আগমন

৯ সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।
এই দেখ ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।
তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন,
একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
১০ তিনি এফ্রাইম থেকে যত রথ,
ও যেরুসালেম থেকে যত রণ-অশ্ব বাতিল করে দেবেন,
রণ-ধনুকও বাতিল করা হবে ;
তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি !'
তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।

ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১১ আর তোমার বিষয়ে আমি বলছি :
তোমার সন্ধির রক্তের খাতিরে
আমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করব।
১২ হে আশায় ভরা বন্দিসকল, দৃঢ়দুর্গে ফিরে এসো,
আজই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :
আমি তোমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেব ;
১৩ কারণ আমি যুদাকে টেনে নিয়েছি আমার নিজের ধনুকরূপে,
এফ্রাইমকে ছিলায় লাগিয়েছি তীরেরই মত ;
আমি তোমার সন্তানদের, হে সিয়োন,
তোমার সন্তানদেরই বিরুদ্ধে, হে যাবান, উত্তেজিত করেছি,
তোমাকে করেছি বীরের খড়্গের মত !
১৪ তখন প্রভু তাদের উপরে দেখা দেবেন,
তাঁর তীর বিদ্যুতের মত চারদিকে ছুটাছুটি করবে ;
স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তুরি বাজাবেন,
দক্ষিণা ঝড়ো-বাতাসের মধ্যে এগিয়ে আসবেন।
১৫ সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের রক্ষা করবেন ;
তারা সবই গ্রাস করবে,
ফিঙের পাথরগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেবে ;
আঙুররসের মত রক্ত পান করবে,
ভরে উঠবে বড় পূর্ণ বাটির মত,
বেদির শৃঙ্গগুলোর মত।

১৬ সেইদিন তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের সকলকে
নিজের জনগণ রূপে মেষপালেরই মত বিজয়ভূষিত করবেন,
হ্যাঁ, তাঁর দেশের মাটির উপরে
মুকুটের রত্নামণির মতই হবে তাদের উজ্জ্বল উদ্ভাস !
১৭ আহা, কেমন মঙ্গল, কেমন শোভা !
গম যুবকদের, ও নতুন আঙুররস যুবতীদের সতেজ করে তুলবে।

প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা

১০ তোমরা বসন্তকালেই প্রভুর কাছে বর্ষা যাচ্না কর ;
প্রভুই তো মেঘপুঞ্জ গড়ে তোলেন।
তিনি প্রচুর বৃষ্টি মঞ্জুর করেন,
প্রত্যেকজনের জমিতে ঘাস দান করেন।
২ যেহেতু গৃহদেবতারা অসার কথা বলে,
মন্ত্রপাঠকেরা মায়া-দর্শন পায়,
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে,
অসার সান্ত্বনা দেয়,
সেজন্যই লোকেরা মেষপালের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,
পালক না থাকায় তারা দুঃখার্ত।

নতুন মুক্তিকর্ম ও প্রত্যাগমন

৩ আমার ক্রোধ পালকদের উপরেই প্রজ্বলিত,
আমি ছাগদের উপরেই বর্ষণ করব প্রতিফল,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু
তাঁর আপন পাল সেই যুদাকুলকে দেখতে আসবেন,
তিনি তাকে যেন নিজের রণ-অশ্বের মত করবেন।
৪ যুদা থেকেই উদ্ভূত হবে সংযোগপ্রস্তর ও তাঁবুর গোঁজ,
তা থেকেই রণ-ধনু,
তা থেকে সমস্ত জননায়ক ;
৫ তারা মিলে হবে এমন বীরের মত,
যারা যুদ্ধে পথের কাদা মাড়ায় ;
তারা যুদ্ধ করবে, কারণ প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন,
আর তখন যত অশ্বারোহী লজ্জিত হয়ে পড়বে।
৬ আমি যুদাকুলকে পরাক্রমী করব,
যোসেফকুলকে বিজয়ভূষিত করব ;
তাদের আমি ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি ;
তারা এমন হবে, যেন আমি তাদের কখনও ত্যাগ করিনি,
কারণ আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আর আমি তাদের সাড়া দেব।
৭ এফ্রাইম হবে বীরযোদ্ধার মত,

তাদের হৃদয় যেন আঙুররসে মত্ত হয়ে আনন্দিত হবে,
তা দেখে তার সন্তানেরা আনন্দে মেতে উঠবে,
তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
৮ আমি শিস দিয়ে তাদের জড় করব,
কারণ তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলাম,
আর তারা যেমন বহুসংখ্যক ছিল, তেমনি বহুসংখ্যক হবে।
৯ আমি জাতিসকলের মাঝে তাদের বিক্ষিপ্ত করব,
কিন্তু নানা দূর দেশে থাকলেও তারা আমাকে স্মরণ করবে,
তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরে ফিরে আসবে।
১০ আমি মিশর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
আসিরিয়া থেকে তাদের সংগ্রহ করব;
আমি গিলেয়াদ দেশে ও লেবাননে তাদের চালনা করব,
আর সেই স্থানও তাদের পক্ষে কুলোবে না।
১১ তারা মিশরীয় সাগর পেরিয়ে যাবে,
তিনি সাগর-মাঝে আঘাত হানবেন,
তখন নীল নদীর যত গভীর স্থান শুষ্ক হবে।
আসিরিয়ার গর্ব খর্ব হবে,
মিশরের রাজদণ্ড দূর করা হবে।
১২ আমি তাদের সকলকে প্রভুতেই পরাক্রমী করব,
আর তারা তাঁর নামে এগিয়ে চলবে—প্রভুর উক্তি।

শত্রুদেশগুলোর বিরুদ্ধে বাণী

১১ হে লেবানন, তোমার তোরণদ্বার খুলে দাও,
আগুন গ্রাস করুক তোমার যত এরসগাছ।
২ হে দেবদারুগাছ, হাহাকার কর, কারণ এরসগাছ ভূপাতিত,
তরুরাজ সকল এখন বিধ্বস্ত।
হে বাশানের ওক্ গাছ, তোমরা হাহাকার কর,
কারণ ভূমিসাৎ হল অগম্য বন।
৩ মেষপালদের হাহাকারের সুর!
বিধ্বস্ত হল তাদের গৌরব!
যুবসিংহদের গর্জনধ্বনি,
বিধ্বস্ত হল যর্দনের শোভা!

দুই পালকের রূপক-কাহিনী

৪ আমার পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, ‘তুমি জবাইয়ের জন্য রাখা এই মেষপাল চরাও, ৫
ক্রেতারা অদণ্ডিত হয়ে যা বধ করে ও যার বিক্রেতারা প্রত্যেকে বলে, “ধন্য প্রভু, আমি ধনী
হলাম;” এবং পালকেরা যার প্রতি দয়াটুকুও দেখায় না। ৬ আমিও দেশবাসীদের প্রতি দয়াটুকু
দেখাব না—প্রভুর উক্তি। বরং দেখ, প্রতিটি মানুষকে যার যার প্রতিবেশীর কবলে ও তার রাজার
কবলে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, কিন্তু আমি তাদের কবল থেকে কাউকে উদ্ধার করব
না।’

৭ তাই আমি মেষের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সেই বধ্য মেষপালকে চরাতে লাগলাম। আমি
দু'টো পাচনি নিলাম: তার একটার নাম মাধুরী, অন্যটার নাম মিলন রাখলাম, আর আমি নিজেই
সেই মেষপালকে চরালাম। ৮ এক মাসের মধ্যে আমি তিনজন পালককে বাদ দিলাম; কিন্তু
মেষগুলির প্রতি আমি অধৈর্য হলাম, মেষগুলিও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। ৯ তখন আমি
বললাম, 'আমি তোমাদের আর চরাব না; যার মরার কথা সে মরুক, যার উচ্ছিন্ন হওয়ার, সে
উচ্ছিন্ন হোক; আর বাকিগুলো একটা অপরটাকে গ্রাস করুক।' ১০ পরে আমি 'মাধুরী' পাচনি নিয়ে
তা দু' টুকরো করলাম, এভাবে সর্বজাতির সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করলাম। ১১ যেদিন আমি তা
ভেঙে ফেললাম, সেইদিন পালের ব্যবসায়ীরা—তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল— বুঝতে পারল
যে, এ প্রভুরই বাণী।

১২ পরে আমি তাদের বললাম: 'তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্।'
তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল। ১৩ কিন্তু প্রভু আমাকে
বললেন, 'তা ঢালাইকরের কাছে ফেলে দাও; ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!'
তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকরের জন্য, ফেলে দিলাম। ১৪ পরে
'মিলন' সেই দ্বিতীয় পাচনি দু' টুকরো করলাম, এভাবে যুদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃসম্পর্ক ভেঙে
দিলাম।

১৫ পরে প্রভু আমাকে বললেন, 'এবার তুমি নির্বোধ এক মেষপালকের জিনিসপত্র নাও; ১৬ কেননা
দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালকের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি, যে পথভ্রষ্ট মেষগুলির প্রতি চিন্তাটুকু
করবে না, বিক্ষিপ্ত মেষগুলির খোঁজে বেড়াবে না, অসুস্থ মেষগুলিকে যত্ন করবে না, ক্ষুধার্ত
মেষগুলিকে খেতে দেবে না; কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলির মাংস খাবে, এমনকি তাদের ক্ষুরও ছিঁড়বে।

১৭ ধিক্ সেই জ্ঞানহীন পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!
তার বাহু ও ডান চোখের উপরে খড়্গ পড়ুক!
তার বাহু সম্পূর্ণই নুলো হয়ে যাক,
তার ডান চোখ সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাক!'

যেরুসালেমের মুক্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১২দৈববাণী। ইস্রায়েলের বিষয়ে প্রভুর বাণী। যিনি আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর ভিত
স্থাপন করলেন, যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তুললেন, সেই প্রভু একথা বলছেন: ২ 'দেখ,
আমি চারপাশের সকল জাতির পক্ষে যেরুসালেমকে এমন পানপাত্র করব যা মাথার টলন ঘটায়,
এবং যেরুসালেমের অবরোধকালে যুদারও সঙ্কট হবে। ৩ সেইদিন আমি যেরুসালেমকে এমন পাথর
করব যা জাগানো সর্বজাতির পক্ষে অধিক ভারী হবে; যত লোক তা জাগাতে চেষ্টা করবে, তারা
সকলে ক্ষতবিক্ষত হবে; তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বজাতিকে জড় করা হবে। ৪ সেইদিন—প্রভুর উক্তি
—আমি সমস্ত রণ-অশ্বকে স্তব্ধতায় ও সমস্ত অশ্বারোহীকে উন্মাদনে আহত করব; কিন্তু যুদাকুলের
প্রতি আমার চোখ উন্মীলিত রাখব, সর্বদেশের রণ-অশ্বকে অন্ধতায় আহত করব। ৫ তখন যুদার
নেতারা মনে মনে বলবে: "তাদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুতেই রয়েছে যেরুসালেমের
অধিবাসীদের শক্তি!" ৬ সেইদিন আমি যুদার নেতাদের করব কাঠরাশির মধ্যে আগুনের আঙড়ার
মত, আটির মধ্যে জ্বলন্ত মশালের মত; তারা ডান দিকে ও বাঁ দিকে চারদিকেরই সকল জাতিকে
গ্রাস করবে। কেবল যেরুসালেমই তার নিজের জায়গায়—সেই যেরুসালেমেই—অক্ষুণ্ন থাকবে।

৭ প্রভু সর্বপ্রথমে যুদার তাঁবুগুলি ত্রাণ করবেন, যেন দাউদকুলের কান্তি ও
যেরুসালেম-অধিবাসীদের কান্তি যুদার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পায়। ৮ সেইদিন প্রভু

যেরুসালেম-অধিবাসীদের রক্ষা করবেন; আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, সে হবে দাউদেরই
মত, এবং দাউদকুল হবে পরমেশ্বরেরই মত, প্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁরই মত!
৯ যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যত দেশ আসবে, সেইদিন আমি তাদের সকলকে বিনাশ করতে সচেষ্ট
থাকব। ১০ কিন্তু আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির
আত্মা বর্ষণ করব: তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে।
তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক
করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। ১১ সেদিন যেরুসালেমে বিরাজ করবে
মহা বিলাপ, যেমন মেগিদ্দো-সমতল ভূমিতে হাদাদ্-রিম্মোনে মহাবিলাপ হয়েছিল। ১২ সমস্ত দেশ
গোত্রে গোত্রে বিলাপ করবে:

দাউদকুলের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
নাথান-কুলের গোত্র আলাদা ক'রে
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
১৩ লেবি-কুলের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
শিমেইয়ের গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে,
১৪ আর এইভাবে বাকি সকল গোত্র—প্রতিটি গোত্র আলাদা ক'রে,
তাদের স্ত্রীলোকেরাও আলাদা ক'রে বিলাপ করবে।'

১৩সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য
একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।
২ সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি দেশ থেকে দেবমূর্তির যত নাম উচ্ছেদ করব,
তাদের কথা আর কারও স্মরণে থাকবে না; নবীদের ও তাদের অশুচিতাজনক আত্মাকেও আমি
দেশ থেকে দূর করে দেব। ৩ যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তবে তার জন্মদাতা
পিতামাতা তাকে বলবে: 'তুমি বাঁচবে না, কারণ তুমি প্রভুর নাম করে মিথ্যাই বলছ;' এবং সে
ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতেই তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বিঁধিয়ে দেবে। ৪ সেইদিন এমনটি ঘটবে
যে, নবীরা প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ করবে,
প্রবঞ্চনা করার অভিপ্রায়ে তারা তাদের সেই লোমের আলোয়ানও আর পরবে না। ৫ কিন্তু তারা
প্রত্যেকে বলবে: 'আমি নবী নই, আমি চাষী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল চাষবাদ করে
আসছি।' ৬ আর যদি কেউ তাকে বলে, 'তবে তোমার দু'হাতে ওই সব কাটাকাটির দাগ কী?'
তাহলে সে উত্তরে বলবে, 'আমার সেই প্রেমিকদের গৃহে থাকাকালে এই সমস্ত আঘাত পেয়েছি।'

সন্ধি-নবায়ন

৭ হে খড়্গা, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে,
আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ;
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
পালককে আঘাত কর, পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়ুক,
তখন আমি ছোটদের বিরুদ্ধে হাত ফেরাব।
৮ সমগ্র দেশ জুড়ে এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—

তিন ভাগের দু'ভাগ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে মারা পড়বে;
আর তৃতীয় ভাগ লোক অবশিষ্ট থাকবে।
৯ আমি সেই তৃতীয় অংশকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাব,
যেমন রুপো শোধন করা হয়, তেমনি তাদের শোধন করব,
যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি তাদের যাচাই করব।
সে আমার নাম করবে আর আমি তাকে সাড়া দেব;
আমি তাকে বলব: 'এ আমার আপন জনগণ;'
আর সে বলবে, 'প্রভুই আমার আপন পরমেশ্বর।'

ঈশ্বরের রাজ্যের চরম প্রতিষ্ঠা

১৪দেখ, প্রভুর দিন আসছে; তখন তোমারই মধ্যে, হে যেরুসালেম, তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে
ভাগ ভাগ করা হবে। ২ কেননা আমি যুদ্ধের জন্য সকল দেশকে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে জড় করব;
তখন নগরীর পতন হবে, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠিত হবে, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার চালানো হবে,
নগরীর অর্ধেক লোক নির্বাসনের দিকে রওনা হবে, কিন্তু জনগণের অবশিষ্ট অংশ নগরী থেকে
বিচ্যুত হবে না। ৩ তখন স্বয়ং প্রভু বেরিয়ে পড়বেন ও সংগ্রামের সেই দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন,
তেমনি ওই দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। ৪ সেইদিন তাঁর পা দু'টো জৈতুন পর্বতের উপরে
দাঁড়াবে, যা যেরুসালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে; আর জৈতুন পর্বত পুবদিকে ও
পশ্চিমদিকে দু'ভাগে ফেটে গিয়ে গভীরতম এক উপত্যকা হয়ে যাবে; পর্বতের অর্ধেক উত্তরদিকে
ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। ৫ পর্বতগুলির মধ্যে যে উপত্যকা, তা ভরাট করা হবে; হ্যাঁ,
পর্বতগুলির মধ্যে সেই উপত্যকা আৎসাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যাবে; যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে
ভূমিকম্পের ফলে তা যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল, ঠিক সেইভাবে এবারও অবরুদ্ধ হবে। তখন
আমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। ৬ সেইদিন
আলো হবে না, শীত ও বরফও হবে না: ৭ তা অখণ্ড একটা দিন হবে, প্রভুই তার কথা জানেন;
তাতে দিনও থাকবে না, রাতও থাকবে না; সন্ধ্যাবেলায়ও আলোর উদ্ভাস থাকবে। ৮ সেইদিন
এমনটি হবে যে, যেরুসালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে তার অর্ধেক পুব-সাগরের দিকে ও
অর্ধেক পশ্চিম-সাগরের দিকে বইবে—গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, সবসময়েই বইবে। ৯ তখন প্রভু
হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা; সেইদিন প্রভু অনন্য হবেন এবং তাঁর নামও অনন্য হবে।
১০ গেবা থেকে নেগেব-রিম্মোন পর্যন্ত সমস্ত দেশ সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু
যেরুসালেম তার নিজের জায়গায় উচ্চ হয়ে দাঁড়াবে; এবং বেঞ্জামিন-দ্বার থেকে প্রথমদ্বারের জায়গা
পর্যন্ত অর্থাৎ কোণ-দ্বার পর্যন্ত, এবং হানানেয়েল-মিনার থেকে রাজার আঙুর-পেষাইযন্ত্র পর্যন্ত তা
মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ হবে। ১১ তারা সেখানে বসতি করবে: বিনাশ-মানত আর হবে না, কিন্তু
যেরুসালেম হবে নিরাপদ বাসস্থান।
১২ আর যে সকল দেশ যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, প্রভু এই মারাত্মক আঘাতে তাদের
আহত করবেন: তারা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পায়ের মাংস পচে যাবে, কোটরে চোখ দু'টো পচে
যাবে, মুখে জিহ্বা পচে যাবে। ১৩ সেইদিন তাদের মধ্যে প্রভু দ্বারা ঘটিত এক মহাকোলাহল বাধবে;
তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীর হাত ধরবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়বে। ১৪
যুদাও যেরুসালেমে যুদ্ধ করবে, এবং চারপাশের সমস্ত দেশের ধন—প্রচুর সোনা, রুপো, বসন—
সবই সেখানে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। ১৫ এবং সেই সকল শিবিরের যত ঘোড়া, খচ্চর, উট,
গাধা ইত্যাদি সকল পশুও তেমন মারাত্মক আঘাতে আহত হবে।

১৬ এই সমস্ত কিছুর পর, যে সকল দেশ যেরুসালেম আক্রমণ করল, সেগুলোর মধ্যে যারা রক্ষা
পাবে, তারা বছরে বছরে সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও পর্ণকুটির পর্ব পালন
করতে আসবে। ১৭ আর পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী যদি সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার
উদ্দেশে প্রণিপাত করতে যেরুসালেমে না আসে, তাদের জন্য বৃষ্টি হবে না। ১৮ মিশরের গোষ্ঠী যদি
না আসে বা হাজির হতে সম্মত না হয়, তবে তার উপরে সেই একই মারাত্মক আঘাত নেমে পড়বে
যা প্রভু সেই সকল দেশের উপরে হানবেন, যেগুলো পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসেনি। ১৯
মিশরের উপরে ও যে সকল দেশ পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে না, সেগুলোর উপর তেমন
শাস্তিই নেমে পড়বে।

২০ সেইদিন ঘোড়াদের ঘণ্টীতেও একথা লেখা থাকবে: 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'; এবং প্রভুর
মন্দিরে সমস্ত হাঁড়ি হবে সেই পাত্রগুলির মত যা যজ্ঞবেদির সামনে রাখা। ২১ এমনকি, যেরুসালেম ও
যুদার সমস্ত হাঁড়িই সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা বলি উৎসর্গ করতে চাইবে,
তারা সকলে এসে পশুর মাংস রান্না করতে সেই সমস্ত হাঁড়ি ব্যবহার করবে। সেইদিন সেনাবাহিনীর
প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।